**মহাসড়ক বিধিমালা (Draft)**

মহাসড়ক আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৭ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।**-(১) এই বিধিমালা **“মহাসড়ক বিধিমালা ২০২৪”** নামে অভিহিত হইবে।

(২) গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে এই বিধিমালা কার্যকর হইবে।

**২। সংজ্ঞা।**– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালা-

(৩) “আইন” অর্থ মহাসড়ক আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ২৮ নং আইন);

“আঞ্চলিক মহাসড়ক” অর্থ জাতীয় মহাসড়ক দ্বারা সংযুক্ত নয় এমন মহাসড়কসমূহ যা বিভাগীয় সদরের সাথে জেলা সদর সমূহ অথবা জেলা সদরসমূহকে পরস্পরের সাথে এবং নদী বা স্থলবন্দরের সাথে সংযুক্ত করে, দুটি জাতীয় অথবা আঞ্চলিক মহাসড়ককে সংযোগকারী গুরুত্বপুর্ণ মহাসড়ক, জেলা সদরকে বেষ্টনকারী সার্কুলার রিং রোডসমূহ, সমুদ্রতটের সমান্তরালে নির্মিত পর্যটন উপযোগী মেরিন-ড্রাইভ সড়ক।

“জেলা মহাসড়ক” অর্থ মহাসড়কসমূহ যা পার্শ্ববতী জেলা সদরের সাথে উপজেলা/থানা সদরের সংযোগ স্থাপন করে, একটি উপজেলা অথবা থানা সদরের সাথে পার্শ্ববর্তী উপজেলা অথবা থানা সদরের একক প্রধান সংযোগ স্থাপন করে, একটি উপজেলা অথবা থানা সদরের সাথে জাতীয় মহাসড়ক/আঞ্চলিক মহাসড়কের একক প্রধান সংযোগ স্থাপন করে এবং প্রাথমিক পর্যায়ের জন গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ যেমন হেরিটেজ, প্রত্নতাত্ত্বিক, পর্যটন, ঐতিহাসিক স্থান এবং অন্যান্য জাতীয় গুরুত্ব বহনকারী স্থান সমূহের সাথে জাতীয় মহাসড়ক অথবা আঞ্চলিক মহাসড়ক অথবা জেলা সদরের সংযোগ স্থাপন করে।

“সীমান্ত মহাসড়ক” অর্থ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক স্থল সীমানার সমান্তরাল এবং সন্নিকটবর্তী সড়ক, যা সরকার কর্তৃক সীমান্ত সড়ক হিসেবে চিহ্নিত।

আইনের যে সকল সংজ্ঞা বা অভিব্যক্তি এই বিধিমালায় ব্যবহৃত হইয়াছে সেগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

**৩। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহার বাস্তবায়ন**।– (১) সমগ্র দেশের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অধিদপ্তর একটি দীর্ঘমেয়াদি মাস্টারপ্ল্যান (মহাপরিকল্পনা) প্রণয়ণ ও সময়ে সময়ে উহা হালনাগাদ করিবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচিত হইবে:

ক। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

খ। মহাসড়ক নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান, দক্ষতা মান, নির্মাণ শিল্পের সামর্থ্য, সাংগঠনিক কাঠামো (জনবল), পরামর্শকের প্রয়োজনীয়তা সর্বোপরি সরকারের আর্থিক সংশ্লেষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের) সম্পর্কে ধারণাগত পরিমাণের উল্লেখ থাকিতে হইবে।

গ। মহাসড়ক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন এবং নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনাকে পৃথকভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

ঘ। মহাসড়ক নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) প্রশাসনিক কেন্দ্র সমূহ (রাজধানী, বিভাগীয় সদর, জেলা সদর, উপজেলা সদর), সমুদ্র ও নদী বন্দর, বিমানবন্দর, স্থলবন্দর সহ অর্থনৈতিক জোন/ শিল্প নগরী, পর্যটন কেন্দ্র/ সীমান্ত এর সাথে সংযোগ বিবেচনায় গুরুত্বের অনুক্রম অনুযায়ী অধিদপ্তর কর্তৃক মহাসড়কের শ্রেণিবিন্যাস করিতে হইবে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়নকালে Primary Destination (অভীষ্ট গন্তব্য) চিহ্নিত করিতে হইবে। প্রাইমারি ডেস্টিনেশন পর্যন্ত সংযোগসমূহ অধিদপ্তরের আওতাধীন থাকিবে।

(৩) অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়কসমূহ এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, জেলা মহাসড়ক ও সীমান্ত মহাসড়ক

(৪) শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে মহাসড়কের তালিকা তফসিল-১ এ বর্ণিত হইবে।

(৫) মহাসড়কের নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাল্টি মোডাল ইন্টিগ্রেশনকে (রেলপথ, নদীপথ, আকাশপথ, সাবওয়ে, বাস পিড ট্রানজিট, মাস র‌্যাপিড ট্রানজিট, লাইট র‍্যাপিড ট্রানজিট ইত্যাদির সমন্বয়) কে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

(৬) অন্য কোন দপ্তর বা সংস্থা কতৃক মহাসড়ক নেটওয়ার্কে অথবা নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত অন্য কোন অবকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি নিতে হইবে।

(৭) অধিদপ্তরের করিডোরের মধ্যে আরবান নেটওয়ার্কের উন্নয়ন সাধনের কোন কাজ (সাবওয়ে, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, লাইট র‍্যাপিড ট্রানজিট ইত্যাদি) করিতে হইলে অধিদপ্তরের অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

**৪। মহাসড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা।–** (১) মহাসড়ক নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিদপ্তর মহাসড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা করিবে।

(২) কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন, ম্যানুয়াল, শিডিউল অফ রেটস, প্রাইস ইনডেক্স প্রণয়ন ও হালনাগাদ করিবে।

(৩) কারিগরি বিনির্দেশ (Technical Specification), নির্দেশিকা (Manual), Schedule of Rates ও মূল্য সূচক (Price Index) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কালে একাডেমিয়া, পেশাজীবিগণকে সম্পৃক্ত করিতে হইবে। এছাড়া প্রতিবেশি দেশসমূহে অনুসৃত ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা সংশ্লিষ্ট মানদণ্ড সমূহকেও বিবেচনা করিতে হইবে।

(৪) এছাড়া অধিদপ্তর মহাসড়ক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও সময় সময় উহার হালনাগাদ করিবে:

ক। Road Maintenance Manual;

খ। Road Condition Survey Manual

গ। Traffic Count Survey Manual

ঘ। Bridge Condition Inspection and Evaluation Manual

ঙ। Bridge Rehabilitation and Strengthening Manual

চ। Bridge Management System Manual

ছ। Road Safety Audit Manual

জ। Work Zone Safety Manual

ঝ। Occupational Health and Safety Manual

ঞ। Environmental Management Manual

ট। Resettlement Manual

ঠ। Speed Zone Manual

ড। মহাসড়ক সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ম্যানুয়াল।

**৫। সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন।–** (১) সরকারের দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে অধিদপ্তর সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে এবং সময়ে সময়ে উহা হালনাগাদ করিবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত তালিকা অনু্যায়ী প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক অধিদপ্তর পিপিপি-র আওতায় বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করিবে।

(৩) অধিদপ্তর বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ এবং এর আলোকে প্রণীত বিধিমালা/ নীতিমালা অনুসরণে উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) অধিদপ্তর দীর্ঘমেয়াদী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তিসমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় ম্যানুয়াল/ স্ট্যান্ডার্ড দরপত্র দলিল/ চুক্তি ইত্যাদি প্রণয়ন এবং সময় সময়ে উহার হালনাগাদ করিবে।

(৫) এছাড়াও অধিদপ্তর উক্ত চুক্তিসমূহের মেয়াদ শেষে অবকাঠামোসমূহ হস্তান্তর এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

**৬। মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ।**– (১) অধিদপ্তর মহাসড়কে সুষ্ঠু, নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ যানবাহন চলাচল নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাদি সংবলিত নিম্নলিখিত অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে-

ক। ভেহিকেল, পেডেস্ট্রিয়ান ওভারপাস, আন্ডারপাস ও টানেল;

খ। ফুটপাথ, বাইক-লেন, ধীরগতির জন্য পৃথক-লেন ইত্যাদি;

গ। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে সড়ক অতিক্রম করলে এনিমেল পাস;

ঘ। প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ বাস স্টপ ও যাত্রী ছাউনি;

ঙ। সার্ভিস এরিয়া, রেস্ট এরিয়া, ফুয়েল স্টেশন, ওয়ার্কশপ ও লে বাই;

চ) রোড সাইন, মার্কিংসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য অবকাঠামো;

ছ) মহাসড়কে সংযুক্ত বিদ্যমান সড়কসমূহের সাথে সংযোগ স্থলে সুষ্ঠু যান চলাচল তথা সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ইন্টারচেঞ্জ, মার্জিং / ডিমার্জিং-লেনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো;

জ। নিরাপদ যানবাহন চলাচলের জন্য অন্য যে কোন অবকাঠামো।

(২) অধিদপ্তরের যেকোন অবকাঠামো অথবা সুবিধাদি নারী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, শিশু ও বায়োজ্যেষ্ঠদের ব্যবহার উপযোগী করে নির্মাণ করিতে হইবে।

(৩) উপরে উল্লিখিত অবকাঠামোসমূহের জন্য অধিদপ্তর নির্দিষ্ট নকশা-মান (Design Standard) অনুসরণ করিবে।

(৪) অধিদপ্তর মহাসড়কের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার স্বার্থে সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে কোন স্থাপনা বা সম্পত্তি অর্জন করিতে, দখলে রাখিতে, এবং উহা পরিচালনা হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ উক্ত সহায়ক কার্যক্রমে বিনিয়োগ করিতে বা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের মাধ্যমে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করিতে পারিবে।

**৭। নকশা-মান সংশ্লিষ্ট বিধান।**– (১) মহাসড়ক এবং এতদ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর জন্য নিম্ন লিখিত বিষয়ে নকশা-মান নির্ধারণ ও হালনাগাদ করিবে-

ক। পেভমেন্ট ডিজাইন;

খ। জিওমেট্রিক ডিজাইন;

গ। ব্রিজ ডিজাইন;

ঘ। রোড সাইন এন্ড মার্কিং।

(২) উপরোক্ত বিষয়সমূহের নকশা-মান নির্ধারণ ও হালনাগাদকরণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে-

ক। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ড ও উত্তম চর্চা।

খ। আঞ্চলিক সংযোগ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিবেশি দেশসমূহের লেভেল অফ সার্ভিস ও নকশা-মানের সাথে সামঞ্জস্য।

গ। দেশীয় চাহিদা,অবকাঠামো নির্মাণ শিল্প সেক্টরের সামর্থ্য ও সরকারের আর্থিক সংশ্লেষ।

ঘ। পরিবেশগত ও প্রতিবেশগত অবক্ষয় প্রতিরোধ।

ঙ। উপকূলীয় জলবায়ুর সাথে সামঞ্জস্য।

চ। বয়স্ক, নারী, শিশু ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের ব্যবহার উপযোগী ডিজাইন)

**৮। মহাসড়কে সুষ্ঠু ও নিরাপদ যানবাহন চলাচল।**– (১) মহাসড়কে সুষ্ঠু ও নিরাপদ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় রোড অপারেশন ইউনিট স্থাপন করিবে:

(ক) এতদুদ্দেশ্যে অবকাঠামোগত কার্য, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, প্রকৌশল সুবিধাদি, সংশ্লিষ্ট সেবা (যেমন, সিসিটিভি নেটওয়ার্ক) স্থাপন;

(খ) জরুরি প্রয়োজনে নিরাপত্তাজনিত কারণে অথবা যানজট হ্রাসের লক্ষ্যে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, Diversion Route;

(গ) দূর্ঘটনা বা বিশেষ কোন কারণে মহাসড়কের কোন লেন বা অংশবিশেষ বন্ধ ঘোষণা;

(ঘ) কোন বিশেষ অংশে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) কোন বিশেষ শ্রেণীর যানবাহনের চলাচলে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা প্রদান।

**৯। সড়ক ও সেতুসমূহের ডাটাবেজ তৈরি, সংরক্ষণ এবং হালনাগাদকরণ।**– অধিদপ্তর নিম্নলিখিত বিষয়ে ডাটাবেজ ও ব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরি, সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরন করিবে:

(ক) সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য পৃথক, যৌক্তিক ও নির্ভরযোগ্য ডাটাবেজ, যেমনঃ এসেট ডাটাবেজ, ল্যান্ড ডাটাবেজ, রোড মেইনটেনেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, পেভমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, বিন্ডিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি;

(খ) দরপত্র ব্যবস্থাপনা সিস্টেম;

(গ) সড়ক নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, যেমন সাইন সিগন্যাল, আন্ডারপাস, ওভারপাস, সড়ক দূর্ঘটনা, ইত্যাদির তথ্য সম্বলিত একটি “সড়ক নিরাপত্তা ডাটাবেজ’।

**১০। এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক এবং কৌশলগত মহাসড়ক সংক্রান্ত**।– অধিদপ্তর এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক এবং কৌশলগত মহাসড়ক সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কাজসমূহ করিতে পারিবে:

(ক) “জাতীয় এক্সপ্রেসওয়ে প্রোগ্রাম” গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত প্রোগ্রামের আওতায় ধারণক্ষমতা ও লেভেল অফ সার্ভিসের ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ের জন্য জিওমেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড ও স্পেসিফিকেশন নির্ধারণ এবং প্রয়োজনমত উহার হালনাগাদকরণ;

(খ) জাতীয় মহাসড়কের জন্য ন্যূনতম ভূমির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক ট্রাফিক ক্যাপাসিটি ও লেভেল অব সার্ভিসের ভিত্তিতে শ্রেণীভিত্তিক পৃথক ডিজাইন প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

(গ) প্রয়োজন নির্ধারণপুর্বক বিভিন্ন লেনে প্রশস্থযোগ্য মহাসড়কসমূহের অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন ও প্রতি বছর উহা হালনাগাদকরণ;

(ঘ) কৌশলগত মহাসড়কের আওতায় অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক দিক হতে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহ, যেমনঃ সীমান্ত মহাসড়ক, অর্থনৈতিক করিডোর, আন্তঃদেশীয় সংযোগ সড়কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মহাসড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপনের বিষয়ে সরকারকে কারিগরী পরামর্শ প্রদান করিবেন।

**১১। নদী বা জলাশয় দ্বারা বিচ্ছিন্ন মহাসড়ক নেটওয়ার্কে সংযোগ স্থাপন ও রক্ষণ।**– (১) অধিদপ্তর মহাসড়ক নেটওয়ার্কে নদী বা জলাশয় দ্বারা বিচ্ছিন্ন সংযোগসমূহ দ্রুততম সময়ে ফেরী দ্বারা সংযোগ স্থাপন এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে সেতু, টানেল বা অন্য কোন অবকাঠামো দ্বারা সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবে। এক্ষেত্রে নদী বা জলাশয়ের নাব্যতা, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ইত্যাদি বিবেচনায় দীর্ঘ স্প্যান বিশিষ্ট সেতু নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

**১২। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকরণ।**– (১) মহাসড়কের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমের জন্য সরকারের দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অধিদপ্তর কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।

(২) অধিদপ্তরের একটি প্রশিক্ষণ নীতিমালা থাকিবে যা সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হইবে।

(৩) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুধু অধিদপ্তরের ইন-হাউজ ট্রেনিং এর মধ্যে না রেখে দেশের সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান, পরামর্শক ও ঠিকাদারদের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যেও কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন ক্রমে দেশি / বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা যাইবে।

(৪) অধিদপ্তরের একটি গবেষণা ও উন্নয়ন নীতিমালা থাকিবে যা সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা হইবে।

(৫) প্রায়োগিক গবেষণাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। এক্ষেত্রে স্বনামধন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একাডেমিয়া, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবি সংগঠন ও গবেষক, গবেষকগণের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও প্রকল্প প্রস্তুতি সহ উহা বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শক সেবা গ্রহণ, বৈদেশিক পরামর্শকের উপর নির্ভরতা হ্রাস এবং দেশীয়, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগানোর লক্ষ্যে বিশেষায়িত ব্যক্তিবর্গের, নিজস্ব প্রকৌশলী, কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে নিজস্ব গবেষণা, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৭) উপধারা (৬) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অধিদপ্তর পরামর্শক সেবার শ্রেণী অনুযায়ী প্রাক-যোগ্য পরামর্শকদের তালিকা প্রণয়ন, সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদ করিবে।

**১৩। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মহাসড়কের নির্দিষ্ট স্থান নিরাপদে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।**- অধিদপ্তর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, শিশু ও বায়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সুষ্ঠু ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত কল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচিত হইবে:

(ক) অবকাঠামো গুলোতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি শিশু ও বায়োজ্যেষ্ঠদের সুবিধা সন্নিবেশিত করিতে হইবে,

(খ) পর্যাপ্ত পরিমান আন্ডারপাস, ওভারপাস এর ব্যবস্হা করিতে হইবে,

(গ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি বান্ধব ফুটপাথ এর ব্যবস্হা করিতে হইবে,

(ঘ) বাস স্টপ, সার্ভিস এরিয়া, রেস্ট এরিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা ও শারীরিক অক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা (Universal Access Facilty) নিশ্চিত করিতে হইবে।

**১৪। টোল সংক্রান্ত বিষয়াবলি।–** (১) টোলের আওতাভুক্ত কোনো এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক, কৌশলগত মহাসড়ক বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্যান্য মহাসড়ক বা উহাতে নির্মিত কোনো অবকাঠামো (রেস্ট এরিয়া, সেতু, ফেরি সার্ভিস, সার্ভিস এরিয়া, রিফুয়েলিং স্টেশন ইত্যাদি) ব্যবহারের টোল আদায়ের হার নির্ধারণ, পদ্ধতি নির্ধারণ, টোল আদায় অপারেটর নিয়োগের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া, চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অধিদপ্তর টোল নীতিমালা প্রণয়ন ও নিয়মিত হালনাগাদ করিবে।

(২) অধিদপ্তর টোল আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী টোল আইন ১৮৫১ এবং সংশ্লিষ্ট টোল নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করিবে।

**১৫। নির্ধারিত সংরক্ষণ রেখা ও নিয়ন্ত্রণ রেখা রক্ষণ।–** (১) সরকার প্রতিটি মহাসড়কের জন্য আইন এর ধারা ২(১১) এবং ২(১৭) অনুযায়ী, সংরক্ষণ রেখা ও নিয়ন্ত্রণ রেখা নির্ধারণ করিবে।

(২) মহাসড়কের সংরক্ষণ রেখা ও নিয়ন্ত্রণ রেখা সংক্রান্ত তথ্যাদি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনযোগ্য হইবে।

(৩) অধিদপ্তর সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ রেখার সীমানা চিহ্নিতকরন এবং প্রান্ত সীমা (রাইট অফ ওয়ে) পিলারের ভিত্তি (রেফারেন্স) অনুসারে তাহা সংরক্ষণ করিবে।

**১৬। আইটিএস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত।–** (১) মহাসড়কের নিরাপত্তা, যানবাহনের চলাচল মনিটরিং এবং ভ্রমণ সময়ের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকল্পে অধিদপ্তর আইটিএস (Intelligent Transportation System) স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) একটি আইটিএস মাস্টারপ্ল্যান প্রণীত হইবে, যাহাতে আইটিএস স্ট্যান্ডার্ড, আইটিএস আর্কিটেকচার ইত্যাদি বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) উপধারা (১) ও উপধারা (২) এর আলোকে আইটিএস ও টোল সংক্রান্ত অবকাঠামোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সংরক্ষণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (Artificial Intelligence) মাধ্যমে উহা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অধিদপ্তর নিজস্ব নীতিমালা,নির্দেশিকা তৈরি করিবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচিত হইবে:

(ক) প্রয়োজনীয় ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সেন্টার স্থাপন;

(খ) ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সেন্টারে Vehicle Detection System, Variable massage sign, Accident Information, Incident detection system, Speed Detection System, Electronic Toll system ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের সংস্থান।

**১৭। মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালন।**– (১) অধিদপ্তরের সকল স্থাবর সম্পত্তি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী তাহার এখতিয়ারভুক্ত এলাকার ভূমি রেকর্ড হালনাগাদকরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান ও সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) অধিদপ্তর উহার আওতাধীন সকল ভূ-সম্পত্তির সীমানা চিহ্নিতকরণপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Fencing, সীমানা প্রাচীর অথবা, প্রান্তসীমা খুঁটি স্থাপন করিবে।

**১৮। মহাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি অধিযাচন।**– (১) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা জরুরি প্রয়োজনে অধিদপ্তর সড়ক নিরাপত্তা, মহাসড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যেমন, Asphalt Plant, Crane, Recycling Plant, Milling Machine, Motor Grader, Low Bed Truck, Pay Loader, Excavator, Roller, Water Pump, Bitumen Distributor, Aggregate Distributor, Water Tanker সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি অধিযাচন করিতে পারিবে।

(২) যন্ত্রপাতি বা উপকরণাদি অধিযাচনের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত হারে ফি প্রদানযোগ্য হইবে।

(৩) অধিযাচনের উদ্দেশ্য পূরণ সাপেক্ষে অধিযাচনকৃত যন্ত্রপাতি বা উপকরণাদি দ্রুততম সময়ে অবমুক্ত করিতে হইবে।

**১৯। মহাসড়ক নেটওয়ার্কে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব চিহ্নিতকরণপূর্বক সহনশীল টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ।**– (১) অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তনে কারনে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব হইতে মহাসড়কের সম্ভাব্য ক্ষতি হ্রাসের নিমিত্ত মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ঝুঁকিপূর্ণ অংশ সমূহ চিহ্নিত করিবে এবং সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে অধিদপ্তর মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা সম্পাদন, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রকল্পে এতদসংক্রান্ত ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় করে নিম্নলিখিত কাজগুলো করিতে পারিবেঃ

(ক) টেকসই অবকাঠোমো নির্মাণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক গবেষণা;

(খ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

(গ) টেকসই উন্নয়নের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এবং যানবাহন চলাচলের প্রকৌশলগত নিরাপত্তা, মহাসড়ক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পেভমেন্ট এর স্থায়িত্ব, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক মহাসড়ক করিডোর নির্মাণের উদ্দেশ্যে নান্দনিক বনায়নের জন্য Landscaping নীতিমালা অনুসরণ;

(ঘ) সড়কের স্হায়িত্ব রক্ষার্থে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে ড্রেনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঙ) মহাসড়কের পাশে যেসব স্থানে পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত বহির্গমণ পথ নেই সেসব স্থানে প্রয়োজনীয় জলাধার (Retention Pond) নির্মাণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ।

**২০। মহাসড়কের সৌন্দর্যবর্ধন ও সংরক্ষণ।**– (১) মহাসড়কে যাত্রা আরামদায়ক ও স্বচ্ছন্দপূর্ণ করিবার লক্ষ্যে অধিদপ্তর মহাসড়কের সৌন্দর্যায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) মহাসড়কের সৌন্দর্যবর্ধনের ক্ষেত্রে সবুজায়ন এবং প্রয়োজনীয় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে। সৌন্দর্যবর্ধনের পাশাপাশি পরিবেশ, প্রতিবেশ ও বাস্তুসংস্থানকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

(৩) যেকোনো মহাসড়ক পরিকল্পনায় প্রযোজ্যক্ষেত্রে সবুজায়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনের বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থান রাখিতে হইবে।

(৪) মহাসড়কের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের নিমিত্ত অধিদপ্তর বেসরকারি উদ্যোগ, কর্পোরেট স্যোশাল রেস্পন্সিবিলিটিস উদ্যোগ, ইজারা, আয় থেকে ব্যয় শোধ ইত্যাদি উদ্যোগকে উৎসাহিত করিবে।

**২১। এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো স্থাপন ও পরিচালনা।–** (১) অতিরিক্ত ভার বহনের কারণে মহাসড়ক এর স্থায়িত্ব কমে যাওয়া (Premature Failure) প্রতিরোধের লক্ষ্যে অধিদপ্তর মহাসড়কের প্রয়োজনীয় স্থানসমূহে এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করিবে।

(২) পণ্যবাহী যানবাহন এর উৎস ভরসংখ্যা নির্ধারণে অধিদপ্তর একটি ফ্রেইট মডেল (Freight Model) প্রস্তুত করিবে।

(৩) অধিদপ্তর এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা বা গাইডলাইন প্রণয়ন করিবে।

(৪) অধিদপ্তর অতিরিক্ত পণ্য খালাস এবং অন্যান্য পণ্যবাহী যানবাহনে স্থানান্তর অথবা সংরক্ষণের জন্য এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের পাশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করিবে।

(৫) এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহ সার্বক্ষণিক নজরদারির সুবিধাসহ আইটিএস বা অন্য কোন তথ্যপ্রযুক্তিগত নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত থাকিবে।

(৬) এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথাঃ হাইওয়ে পুলিশ, র‌্যাব,বিজিবি, আনসার সদস্যগণ নির্বাহী প্রকৌশলীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

**২২। মহাসড়ক, ইত্যাদি ঘোষণা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান।** - (১) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপণ দ্বারা মহাসড়ক নেটওয়ার্কে সড়কের শ্রেণিবিন্যাস, শ্রেণিবিন্যাস পূননির্ধারণ, নতুন সড়ক সংযোজন, বিদ্যমান সড়ক বিয়োজন করিতে পারিবে।

(২) প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়ক ব্যতিত অন্য মহাসড়কের সহিত অন্য কোনো সড়ক সংযুক্ত করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি এবং অনুমোদিত প্রকৌশল নকশা অনুসারে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সড়ক নিরাপত্তা বা অন্য কোন প্রয়োজনে সরকার মহাসড়কের সহিত বিদ্যমান অন্য কোনো সড়কের সংযোগ বাতিল করিতে অথবা স্থানান্তর করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) ব্যক্তি মালিকানাধীন বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথ সরাসরি মহাসড়কে সংযুক্ত করা যাইবে না। প্রয়োজনীয় মার্জিন লেন ও এক্সেস লেন বিশিষ্ট প্রকৌশলগত নকশাসহ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এ ধরনের প্রবেশ পথ নির্মাণ করা যাইতে পারে।

(৫) সরকার বিদ্যমান প্রবেশপথ সমূহ বাতিল বা নিরাপদ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৬) সরকার মহাসড়কের সন্নিকটে অবস্থিত কোন সড়ককে মহাসড়কের সার্ভিসলেন বা ধীরগতি যানবাহন চলাচলের জন্য পৃথক লেন হিসেবে ঘোষণা বা রূপান্তর করিতে পারিবে।

**২৩। মহাসড়ক সাময়িক বন্ধকরণ।–**

(১) মহাসড়ক উন্নয়ন বা মেরামতের লক্ষ্যে মহাসড়ক সাময়িক বন্ধকরনের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক অথবা নির্বাহী প্রকৌশলী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় বিকল্প পথের সংস্থান না থাকিলেও মহাসড়ক সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা যাইবে।

(৩) ভারবহন ক্ষমতা, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে কোন সেতু, কালভার্ট, সড়ক বা অন্যান্য অবকাঠামোতে ভারী যানবাহন চলাচলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক অথবা নির্বাহী প্রকৌশলী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

(৪) তবে শর্ত থাকে যে, মহাসড়ক বন্ধ ঘোষণার বিষয়টি আইন এর ধারা ৭ অনুসরণে মহাসড়ক ব্যবহারকারীগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার ও উক্ত মহাসড়কের একাধিক দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

**২৪। ইউটিলিটির জন্য মহাসড়কের ব্যবহার।–**

(১) মহাসড়কের ইতোমধ্যে স্থাপিত বিভিন্ন সেবা সংস্থার ইউটিলিটি সমূহ পর্যায়ক্রমে মহাসড়কের প্রান্তসীমা বরাবর স্থানান্তরের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে স্ব স্ব সেবা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে স্থানান্তর কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) নতুন প্রকল্প প্রণয়নের সময় অধিদপ্তর ইউটিলিটি ডাক্ট অথবা ইউটিলিটি করিডোরের সংস্থান রাখিতে পারিবে।

(৩) অধিদপ্তর মহাসড়কে বিভিন্ন সেবা সংস্থাসমূহের ইউটিলিটির স্থাপন ও পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

**২৫। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ কার্যাবলি সম্পাদন।-**

(১) সকল এক্সপ্রেসওয়ে ও জাতীয় মহাসড়কে গৃহীত প্রকল্পসমূহ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহন ও হুকুম দখল আইন-২০১৭ এর ধারা ২(৪) অনুযায়ী “জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প” হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং উক্ত প্রকল্পসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যাবলি “জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ” হিসেবে বিবেচিত হইবে।

(২) অধিদপ্তর ভূমি অধিগ্রহণের কাজ ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনে জেলা প্রশাসন কর্তৃক সম্পাদিতব্য জরিপ কাজে সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট জনবলের সংস্থান করিতে পারিবে।

**২৬। প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা।-** এক্সপ্রেসওয়ে বা মহাসড়ক নির্মাণ, উহার উন্নয়ন ও পরিচালনা বা এতদসংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের জন্য অথবা আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইবেন নির্বাহী প্রকৌশলী বা তৎকতৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

**২৭। মহাসড়কের নিরাপত্তা, ইত্যাদি।– (১)** মহাসড়ক নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে মহাসড়কের প্রকৌশলগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর সেফ সিস্টেমস এপ্রোচ অনুসরণে রোড সেফটি গাইডলাইন প্রণয়ন এবং উহার অনুসরণ নিশ্চিত করিবে। মহাসড়ক নিরাপত্তাকে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক প্রথার অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে অভিযোজন করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যক্রমের প্রতিটি পদক্ষেপে সড়ক নিরাপত্তাকে নিবিড়ভাবে বিবেচনা করার বিষয়টি উক্ত গাইড লাইনে বিধৃত হইবে।

(২) মহাসড়ক উন্নয়ন কাজে ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী নিরাপত্তা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সার্টিফাইড রোড সেফটি অডিটর কর্তৃক রোড সেফটি অডিট করিতে হইবে।

(৩) বিদ্যমান সড়ক সমূহে নির্দিষ্ট সময় পরপর অধিদপ্তর রোড সেফটি ইন্সপেকশন করিবে।

(৪) সরকার প্রয়োজনে রোড সেফটি যাচাইয়ের জন্য এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন পূর্বক সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের সময় উক্ত কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বা মহাসড়ক ব্যবহারকারীগণের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করিয়া নির্দেশিকা অথবা গাইড লাইন প্রণয়ন করিবে।

(৬) মহাসড়কের দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যথাযথ ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে অধিদপ্তর নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেঃ

(ক) মহাসড়কের দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানসমূহ চিহ্নিত হওয়া মাত্র সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ ওইস্থানে "দুর্ঘটনা প্রবণস্থান" অবহিত করিয়া সহজে গোচরীভূত হয় এমন স্থানে সাইন-পোস্ট স্থাপন করিবে, গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(খ) অতঃপর দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অধিদপ্তরের প্রযোজ্য নকশা-মান ও রোড সেফটি গাইড লাইন অনুসরণপূর্বক অনুমোদিত ডিজাইন সংবলিত প্রকৌশলগত সমাধান সমূহ সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ সুপারিশ করিবে।

২৮। অবৈধ দখল ও অনুপ্রবেশ।-

(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সড়ক-মহাসড়কের কোন ভূমি দখল করিতে, ইহাতে পানি বা অন্য কিছু নিষ্কাশন করিতে পারিবে না।

(২) অধিদপ্তর সময়ে সময়ে অবৈধ দখল চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনে পরিদর্শন করিবে।

(৩) কোন প্রকার অবৈধ দখল পরিলক্ষিত হইলে সাথে সাথে উক্ত অবৈধ দখল অপসারনের জন্য নোটিশ প্রদান করিবে। উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর অবৈধ দখল ত্যাগ না করিলে, অধিদপ্তর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, সড়ক বা নাগরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন ক্ষেত্রে কোন নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করিতে পারিবে।

(৪) সরকার বা অধিদপ্তর অনুমোদিত নকশার বাইরে কোন প্রবেশপথ নির্মাণ করিলে তা অবৈধ দখল হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং তৎক্ষণাৎ অপসারণ করা হইবে।

(৫) অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য ব্যয়িত অর্থ অবৈধ দখলকারীর নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।